বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
ইরেসপো কর্মসূচি
পল্লী ভবন (৬ষ্ঠ তলা), ৫ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫

স্মারক নং ৪৭.৬২.০০০০.৯৬৬.০০.০০৪.২১. ২৯০ তারিখ: ২২ জুন ২০২৩

বিষয় : পুনঃব্যাখা তলব।
সূত্রঃ বাবুগঞ্জ, বরিশাল এর স্মারক নং ৫৭ তারিখঃ ১২/০৩/২৩

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা কর্মসূচি (ইরেসপো) ও ২য় পর্যায় প্রকল্পভুক্ত বাবুগঞ্জ উপজেলা, বরিশাল এ প্রকল্পের মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ বৃদ্ধি পাওয়ায় স্মারক নং ০৭২ তারিখঃ ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ মূলে ব্যাখ্যা তলব করা হয়। ব্যাখ্যা তলবের জবাবে আপনি বলেছেন শীতকালীন সবজির ফলন মন্দার কারনে সদস্যরা নিয়মিত কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন। এছাড়া এপ্রিল/২৩ মাসের মধ্যে গত জুন/২২ এর পরের সকল মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের টাকা (জুন/২২ পর্যন্ত ১৯.৯৪ লক্ষ টাকা) ১০০% আদায় করতে সক্ষম হবেন। কিন্তু মে,২৩ মাসের ঋণ কার্যক্রম পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, উক্ত উপজেলায় মেয়াদোত্তীর্ণ খেলাপী ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ৪৪.১৫ লক্ষ টাকা, আদায়যোগ্য ঋণের ৩৫%; যা অত্যন্ত হতাশাজনক। এতে প্রতীয়মান হয়, কিস্তি ও মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ আদায়ের জন্য আপনি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণপূর্বক তদারকি কার্যক্রম জোরদার করেননি। সে প্রেক্ষিতে আপনার জবাব সন্তোষজনক মর্মে বিবেচিত হয়নি।

২। এছাড়া মাইক্রোফিন ৩৬০ সফটওয়্যার পর্যালোচনায় দেখা যায় উক্ত উপজেলায় বিভিন্ন সময়ে বিতরণকৃত ঋণের ৫৭৪ জন ঋনী সদস্যর মধ্যে ১৯৪ জন (২০১৮ সালের ২জন, ২০১৯ সালের ১৬ জন, ২০২০ সালের ১০ জন, ২০২১ সালের ৪ জন, ২০২২ সালের ৭৯ জন এবং ২০২৩ সালের ৮৩ জন) সদস্য ০৭ জুন, ২৩ তারিখ পর্যন্ত কোনরুপ কিস্তি পরিশোধ করেননি। সদস্যগণের লোন হিস্ট্রি পর্যালোচনায় দেখা যায় এককালীন/অল্প কিছু সংখ্যক কিস্তির মাধ্যমে বর্ণিত সদস্যগণ সমুদয় ঋন পরিশোধ করেন। এতদ সত্ত্বেও ঋণ নীতিমালা ও এ সংক্রান্ত নির্দেশনা অমান্য করে অনিয়মতান্ত্রিকভাবে ঋণের সিলিং বৃদ্ধি করে পুনঃ পুনঃ ঋণ বিতরণ করেন (যেমন: প্রতাপপুর মহিলা সমিতির মোসা: আকলিমা (১০০৬০৩-২২-০৪), মোসা: রহিমা বেগম(১০০৬০৩-২২-২৫), কামরুন নাহার (১০০৬০৩-২২-৫৩) এবং বাদলা মহিলা সমিতির আমেনা বেগম (১০০৬০৩-৩০-২৪), মীরা রানী চক্রবর্তী (১০০৬০৩-৩০-০৪), মাজেদা বেগম (১০০৬০৩-৩০-০১) ইত্যাদি) (প্রমানক-সংযুক্ত)। এতে প্রতীয়মান হয় নতুন সদস্য অন্তর্ভূক্তি/সমিতি গঠনের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ না করে এককালীন ঋন পরিশোধকারী সদস্যদের মধ্যে অনিয়মতান্ত্রিকভাবে পুনঃ পুনঃ ঋণ বিতরণ করে থাকেন। ফলশ্রুতিতে উক্ত উপজেলায় কিস্তি খেলাপী বৃদ্ধি পেয়ে তা দ্রুত গতিতে মেয়াদোত্তীর্ন খেলাপীতে পরিণত হচ্ছে এবং উপজেলায় মেয়াদোর্ত্তীণ ঋণের পরিমাণ ক্রমশয় বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৩। উল্লেখ্য, স্মারক নং-৪৭.৬২.০০০০.৯৬৬.১৪.৪০৪.১৩.২০২, তারিখ: ০৪ জানুয়ারি ২০২৩ মূলে ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে ওটিআর কে বিবেচনায় রেখে ঋণ বিতরণ করতে হবে মর্মে নির্দেশনা রয়েছে। তদুপরি ও আপনি উল্লিখিত নির্দেশনা অমান্য করে পুন: পুন: ঋণ বিতরণ করেছেন। প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি ব্যাহত হওয়াসহ নীতিমালা বহির্ভূত কার্যকলাপের বিষয়টি আপনার দায়িত্ব পালনে অবহেলা, কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অমান্যসহ সরকারি দায়িত্ব পালনে অনীহার শামিল হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

৪। উপজেলার প্রকল্পের আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা হিসেবে কিস্তি ও মেয়াদোত্তীর্ণ খেলাপী আদায়সহ এককালীন পরিশোধকারী সদস্যদের বাদ দিয়ে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণপূর্বক তদারকি কার্যক্রম জোরদার করে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম গতিশীল করণ এবং ঋণ তহবিল অলস অবস্থায় ব্যাংকে যাতে গচ্ছিত না থাকে সে বিষয়টি ও বিবচনায় রাখতে হবে।

এমতাবস্থায়, প্রকল্পের আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে অবহেলা, কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অমান্য করা, গাফেলতি, অযোগ্যতা এবং অদক্ষতার অভিযোগে অভিযুক্ত করে কেন আপনার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না তার জবাব আগামী ০৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নিম্ন স্বাক্ষরকারী বরাবর প্রেরণ করার জন্য বলা হলো।

২২/০৬/২০২৩
মোহাম্মদ রাশেদুল আলম
কর্মসূচি পরিচালক

জনাব মো: শাহাদাত হোসেন
সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা,
বিআরডিবি, বাবুগঞ্জ, বরিশাল।

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে অনুলিপি বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) :

১. উপপ্রকল্প পরিচালক, ইরেসপো, বিআরডিবি, ঢাকা।
২. উপপরিচালক, বিআরডিবি, জেলা: বরিশাল।
৩. উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা, বিআরডিবি উপজেলা: বাবুগঞ্জ জেলা: বরিশাল।
৪. মহাপরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব, বিআরডিবি, ঢাকা।
৫. অফিস নথি।